www.banglainternet.com

Munier Chowdhury

Bongshodhor

play

From - Palashi Barrack O Anyanya (1969)

বংশধর

চরিত্র ঃ

বাবা
আশরাফ
পুলিশ অফিসার
দমকল বাহিনীর অফিসার
দমকল বাহিনীর দুজন কর্মী
মা
আমেনা

[মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচ্ছন্ন ঘর। মধ্যখানে চায়ের টেবিল। ঘরের পেছনের দেয়ালে একটা জানালা, একটা দরজা। এই দিকেই বারান্দা এবং রান্নাঘর-এ যাবার পথ। এক পাশে বাইরে যাবার দরজা। এই দিকেই সিঁড়ি।]

বাবা : সেই বাঁদরটা কি আজও এসেছে নাকি ?

মা : রোজই ত আসছে।

বাবা : কখন আসছে ?

মা : সকালে-বিকালে-দুপুরে, যখন পারছে তখনই লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। ওই বজ্জাতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি ?

বাবা : বলো কি, এতদূর গড়িয়েছে ! হতভাগার এতবড় দুঃসাহস !

মা : তুমি ত আমার কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে পুরো-পুরি শুনতে চাও না। নইলে, গতকাল দুপুরে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, মনে হলেও সারা গা শিউরে ওঠে।

বাবা : কাল দুপুরে কি হয়েছে ? সব কথা খুলে বল।

মা : বলছি। আমেনাকেও আসতে দাও। তোমার জন্য নাস্তা তৈরী করছে। ও আসুক। ওর সামনেই সবটা বলা দরকার।

বাবা : ওর সামনে বলার কোনো দরকার নেই। আগে সবটা আমাকে খুলে বলো।

banglainternet.com

মা : তোমার সবটাতেই বেশী ব্যস্ততা। বলছি। দুপুর বেলা তুমি অফিসে চলে গেছ। আমেনাও খাওয়ার আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এসেছে। দু'জনে এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে খাওয়াদাওয়ার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসেছি। ভেতরের বারান্দার দরজা দু'টোই বন্ধ, সিঁড়ির দরজাটাও বন্ধ। সব আটঘাট বেঁধে তবে খেতে বসেছি। মেয়েকেও রেখেছি চোখের সামনে।

বাবা : তারপর ?

মা : সবে খেতে শুরু করেছি, বললে বিশ্বেস করবে না, ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির দরজায় বাইরে থেকে ঠক্ ঠক্ করে টোকা দিল।

বাবা : এতবড় সাহস বাঁদরটার ! আমি বাড়ী থাকবো না জেনে, দুপুর বেলা এসে বন্ধ দরজায় টোকা দেয় !

মা : সে কি, তুমি আন্দাজ করলে কি করে।

বাবা : ওর বাপ মা চৌদ্দগুষ্টির খবর রাখি। আর এইটুকু আন্দাজ করতে পারব না ?

মা : কার কথা বলছ তুমি ?

বাবা : কেন ঐ বাঁদরটার। ঐ তোমাদের আশরাফের কথা বলছি।

মা : হায় খোদা, কিসের মধ্যে কি ! তোমার সঙ্গে গলা করাও ঝকমারি। আমি বলছি এক কথা, তুমি ভাবছ অন্য কথা। হঠাৎ করে আশরাফের কথা তুললে কেন ?

বাবা : তুমি ত বললে দরজায় এসে টোকা দিল।

মা : কে টোকা দিয়েছে তা তুমি জানলে কি করে ?

বাবা : কে টোকা দিয়েছিল ?

মা : তুমি আমাকে বলতে দিলে ত !

বাবা : নাও, বলো, শুনছি।

মা : আমি অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি। ভেবেছি, হয়ত পিওন, ফেরিওয়ালা কেউ হবে। আমেনাকে বললাম উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখতে। ও হাসিমুখে উঠে গেল।

বাবা : তখনও তোমার সন্দেহ হল না ?

মা : কিন্তু, তারপর যা কাণ্ডটা হল ! দরজা খুলেই ও চীৎকার করে ছিটকে পেছনে সরে এল। চোখ তুলে দেখে আমিও হতভম্ব। সেই কালামুখ ভলো বাঁদরটা। বারান্দার দরজা বন্ধ দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। দু' হাত তুলে এমন এক বিকট ভেংচি কাটল যে, আমেনা ত ভয়ে ছুটে অন্য ঘরে চলে গেল। অত বড় বাঁদরটা এক লাফে ঘরে ঢুকে, খাবার টেবিলে একেবারে আমার সামনের চেয়ারটায় এসে বসল।

বাবা : তোমার মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল ?

মা : জুঁঠো হাতেই ভাতের বড় চামচটা মুঠ করে ধরেছিলাম ভেবেছিলাম এক বাড়িতে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলব।

বাবা : খুব সাহস করেছ !

মা : পারলাম না। ব্যাটা বজ্জাৎ। আমি হাত তুলবার আগেই এক ঝট্‌কায় হাতের প্যাঁচে তরকারীর বাটি সাপটে ধরে দুই লাফে খোলা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা : যাক আপদ গেছে। অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। তুমি জান না এই বড় বাঁদরগুলো ক্ষেপে গেলে বেশ হিংস্র হয়ে উঠে।

মা : তোমার দাপট কতদূর সে আমার ভাল করে জানা

banglainternet.com

আছে। যত হম্বিতম্বি ঐ বেচারা আশরাফের ওপর।

বাবা : হ্যাঁ। আমিও ওই বাঁদরটার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। গতকালও ও এ বাড়ীতে এসেছে নাকি ?

মা : জানি না।

বাবা : আজ এসেছিল ?

মা : জানি না।

বাবা : আসবে না কি ?

মা : জানি না।

বাবা : মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে ?

মা : কি জিজ্ঞেস করব ?

বাবা : রোজ রোজ আসে কেন ?

মা : এক পাড়ায় এক সঙ্গে বড় হয়েছে। ছোটকাল থেকে আসাযাওয়া করে।

বাবা : বহুদিন ধরে নিয়মিত আসাযাওয়া করছে। সেই জন্যইত বলছি। এবার এখন ওর কিছু বলা উচিত। এবং বলতে চাইলে কিছু করাও উচিত।

মা : কি বলবে ? কি করবে ?

বাবা : বলবে যে, সে আমেনাকে বিয়ে করতে চায়।

মা : হয়ত আমেনাকে বলেছে।

বাবা : না আমাকেও বলতে হবে। এবং তখন আমিও তাকে বলব যে, না, তা হবে না, হতে পারে না। অন্ততঃ যতদিন না সে তার পেশা বদল করেছে। সাংবাদিকের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দেব ? লেখাপড়া শিখে রাতদিন টো টো করে পরেরহাঁড়ির খোঁজ করে বেড়াবে এ আমার পছন্দ নয়।

মা : পছন্দ করবে কে, তুমি না তোমার মেয়ে ?

বাবা : তোমার মেয়ের যা বুদ্ধি, সে আবার নিজে বুঝেশুনে পছন্দ করবে ! যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে ঐ বাঁদরটাকে এতদিনে মানুষ করে তুলতে পারত।

মা : তা তুমি চেষ্টা করে দেখ না কেন ?

বাবা : তাই করব। ছোঁড়া আজ আসুক ! অন্য কারও সঙ্গে নয়, ও আজ কথা বলবে আমার সঙ্গে। ভেবেছে গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুরফুর করে ভেসে বেড়াবে, কেউ ওকে কিছু বলতে পারবে না। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। আমাকে পরিষ্কার করে কিছু না বলে এ বাড়ী থেকে ফেরৎ যেতে পারবেনা।

মা : তুমি ওকে খুন করবে নাকি ?

বাবা : দেখ, তুমি আমাকে অযথা ক্ষেপিও না। হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করব। খুন। হ্যাঁ, খুনই করব।

[নেপথ্যে আমেনার প্রচণ্ড চীৎকার, ভয়ার্ত আর্তনাদ। হাত থেকে পেয়ালা-বাসন পড়ে যাওয়ার ঝন্ ঝন্ শব্দ।]

মা : আমেনা ! আমেনা !

বাবা : আমেনা ! কি হল ?

[এক সঙ্গে]

[আমেনার প্রবেশ। ভয় তখনও পুরোপুরি কাটে নি। এক হাতে বোটা ভাঙা কয়েকটা কলা। সারা মুখে চিনির ছিটা। থর থর করে কাঁপছে।]

বাবা : কি ? কি হয়েছে তোর ? চীৎকার করলি কেন ?

আমেনা : বাঁদর। সেই বাঁদরটা। এক হাতে ছোট ট্রেটার মধ্যে নাস্তা, অন্য হাতে এই কলাগুলো ধরে, বারান্দা দিয়ে এই ঘরের দিকে আসছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আঁচল ধরে টান দিয়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই হুলো

banglainternet.com

কালামুখ বাঁদরটা। ওরও এক হাত আটকা ছিল। কি একটা কাগজের পোটলা ডান হাত দিয়ে সাপটে ধরে ছিল। অন্য হাত দিয়ে কলার গোছা থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চাইল। আমি সরে যেতেই মুখের কাছে এসে এক ভেংচি। তারপর বাঁ হাত দিয়ে আমার ট্রের নীচে এমন এক চাঁটি মারল যে সবটা ফিনি ছিটকে আমার গায়েমুখে পড়ে একাকার। আমি চীৎকার করে কলাগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছি আর ওই বজ্জাৎও টানাটানি করছে। শেষে কি মনে করে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে এক লাফে বারান্দা পার হয়ে চলে গেল।

মা : তুই একটু শান্ত হয়ে বোস। মুখটা মুছে ফেল। খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

বাবা : নাঃ আজকে এই বাঁদরটারই একদিন কি আমারই একদিন। খুন, সোজা খুন করে ফেলব আজকে। আমেনার মা, তুমি আমার বন্দুক আর টোটা বার করে রাখ। আমি একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসি। দেখি আশেপাশে কোথাও দেখা যায় নাকি।

[বাবা বারান্দার দিকে চলে যায়]

মা : তোর আব্বা আজ ক্ষেপে গেছে। সত্যিসত্যি একটা কিছু করে না বসে।

আমেনা : আমি দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছিলাম। তাই ত বাঁদরটা যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি।

মা : কিছু ঠিক করেছিস?

আমেনা : আমি কি ঠিক করব মা?

মা : আহা সবকিছু তোকে ঠিক করতে বলছে কে?

আমেনা : ওকে আমি বলব কি করে?

মা : ও কি আজ আসবে?

আমেনা : রোজই ত আসে। আসবে।

মা : তোর বাপ বড় রেগে আছে। আজ একটা ভালমন্দ কথা বলাবলি হয়ে গেলেই ভাল হয়।

আমেনা : মা!

[বাবার পুনঃ প্রবেশ। ঘরে ঢুকে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দেবে।]

বাবা : নাঃ। ব্যাটা পালিয়েছে। ধারে কাছে কোথাও দেখলাম না।

মা : বাঁদর ধরার সখ ছিল ত খালি হাতে গেলে কেন? কলাগুলো হাতে করে নিয়ে বেরুলেই পারতে, তাহলে হয়ত বা ধরা দিতে পারত। এখন বসে বিশ্রাম কর।

বাবা : বাঁদর। সব বাঁদর এক সঙ্গে মিলে আমাকে পাগল করে দেবে! (সিঁড়ির দরজায় টোকা পড়ে) কে? বন্দুক! আমেনার মা, আমার বন্দুকটা!

মা : মশা মারতে কামান দাগতে চাও নাকি? সাহস থাকে ত একটা লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

আমেনা : হাঁ বাবা, বন্দুক থাক। তুমি লাঠি নিয়েই এগিয়ে যাও।

মা : হাঁ তাই করো। লাঠি বাগিয়ে ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়াও। আমি ছিটকিনি খুলে, একটানে দরজা ফাঁক করেই পাল্লার আড়ালে সরে দাঁড়াব।

বাবা : রাইট। আমি ওয়ান, টু, থ্রী বললেই তুমি পাল্লা ধরে টান দেবে।

আমেনা : মা!

banglainternet.com

মা : কোন ভয় নেইরে। আমি অনেক বাঁদর দেখেছি।

বাবা : ওয়ান, টু, থ্রী!

[মা দরজা খোলে। আমেনা চীৎকার করে ওঠে। বাবা মাথার ওপর লাঠি উঁচু করে তুলে ধরেছিল, তুলেই ধরে থাকল। মারতে পারল না। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। বাঁদরের বেশে ঘরে প্রবেশ করল আশরাফ। সে একটু হকচকিয়ে গেছে।]

আশরাফ : ঠিক এইরকম সম্বর্ধনা লাভের জন্য তৈরী ছিলাম না। খালুজান কি সত্যি সত্যি আমাকে —

বাবা : না না তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম বাঁদর।

আশরাফ : বাঁদর! যাক বাঁচা গেল। তা বাঁদর না হই বাঁদরের বংশধর ত বটেই।

মা : সে তুমি একা হতে যাবে কেন?

আমেনা : মা, আমি রান্নাঘরে যাই। আব্বার নাস্তা আরেকবার ঠিক করে নিয়ে আসি।

বাবা : না তুমি এখানেই থাকবে। আশরাফের সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথাবার্তা আছে। তোমরাও সামনে বসে থেকে শুনবে।

আমেনা : মা!

মা : তোমার আব্বা নিশ্চই তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন।

আশরাফ : আমিও তাই মনে করি। আমি প্রস্তুত। আপনি বলুন।

বাবা : আমি তোমাকে ভাল করে বুঝতে চাই। আজ এখানে কি মনে করে এসেছ। এলোমেলো জবাব দেবে না। সত্যি কথা বলবে।

আশরাফ : শুনতে প্রথম হয়ত খুব হাস্যকর শোনাবে। তবু সত্যি বলছি, বিশ্বেস করুন, আমিও একটা বাঁদরের খোঁজে এসেছি।

আমেনা : বাঁদরের খোঁজে? বাঁদরের জন্য?

আশরাফ : দু'তিন ঘন্টা আগে ঘটনাটা ঘটে। এক ব্যবসায়ীর গদী থেকে একটা বাঁদর, এক তাড়া নোটের একটা বড় মোটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে পালিয়েছে!

বাবা : নোটের বাণ্ডিল? কত টাকার?

আশরাফ : তা মোট দু'তিন হাজার টাকার হবে। সমস্ত শহর-ময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। পুলিশের লোক, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী, জনতা সব ঐ বাঁদরের তল্লাশে বেরিয়ে পড়েছে।

বাবা : ধরা পড়েছে?

আশরাফ : কে কাকে ধরে? হয়ত একবার দেখা যায় কোন দালানের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসেছে। বাণ্ডিলটা একটু খুটে দেখে। দু' একটা নোট বাতাসে উড়ে নীচের দিকে পড়তে থাকে। ব্যাস আর যায় কোথা। সমস্ত জনতা সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, থাবলা দিয়ে ওগুলো ধরবার জন্য। সাধ্য কি ফায়ার ব্রিগেড কাছে ঘেঁসে। ততক্ষণে গোলমালের ভয় পেয়ে বাঁদরটাও নোটের পুঁটলি বগলদাবা করে দুই লাফে আরেক দালানের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবা : বল কি? কেউ ধরতে পারল না?

আশরাফ : সেই তখন থেকে আমিও সকলের পেছন পেছন হোঁওা নিয়ে ঘুরছি। কিছুক্ষণ আগে আমার মনে হল বাঁদরটা এই পাড়ায় ঢুকেছে।

মা : বাঁদরটাকে দেখেছ তুমি? কি রকম দেখতে?

আশরাফ : ইয়া বড়, কালো মুখ, একটা হুলো বাঁদর।

বাবা : এঁ্যা!

banglainternet.com

মা : নোটের বাণ্ডিলটা কি রকম ?

আশরাফ : খবরের কাগজ দিয়ে প্যাঁচান। একটা পাঁউরুটির মত হবে।

বাবা : এঁ্যা ? আমেনা, তুই ঠিক দেখেছিলি ত ?

আমেনা : আমার কোন সন্দেহ নেই বাবা। যা ভেবেছো ঠিক তাই।

বাবা : তোমার পেছন পেছন কেউ আসেনি ত ?

আশরাফ : মনে হয় না যে অন্য কেউ লক্ষ্য করেছে।

বাবা : তোমরা বোসো। আমি আরেকবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসি।

মা : তুমি একা যেও না। আমিও সঙ্গে আসছি।

বাবা : আশরাফ তুমি চলে যেও না। সাহায্যের দরকার হতে পারে। আমরা এক্ষুণি আসছি।

[বাবা মা বারান্দা দিয়ে প্রস্থান]

আশরাফ : কী ব্যাপার ? তোমরা বাঁদরটাকে ধরেছ নাকি ?

আমেনা : না।

আশরাফ : দেখেছ ?

আমেনা : বাঁদরের কথা থাক এখন।

আশরাফ : ওকি আর বাঁদর রয়েছে, মহাজন বনে গেছে।

আমেনা : সোয়েটারটা পছন্দ হয়েছে ?

আশরাফ : চমৎকার খুব সুন্দর হয়েছে।

আমেনা : সব কথাই কি আমি বলাব, তারপর তুমি বলবে ? জানালার ফাঁক দিয়ে কি দেখছ ?

আশরাফ : কিছু না, কিছু না। ছাদের কার্নিশ থেকে খয়েরী রংগের কি যেন একটা ঝুলে উঠল।

আমেনা : ছাদে শুকুতে দেওয়া আমার শাড়ীর পাড় হবে।

আশরাফ : সুন্দর। খুব সুন্দর। চমৎকার।

আমেনা : কেবল দূরের জিনিস খুঁজে বেড়াও, কাছের জিনিস ভাল করে দেখতে পাও না ?

আশরাফ : কি যে বল! তোমাকে দেখার কি কোন আরম্ভ আছে না শেষ আছে ?

[ঝুট করে দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে বাবা প্রবেশ করে। ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরে।]

বাবা : চুপ। কোন শব্দ করো না। অন্য কোথাও যায়নি। চুপ করে ছাদের কার্নিশে বসে আছে। আমি এই কলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

আশরাফ : আমি আসব ?

বাবা : না, না। বাইরে আমরা দু'জনেই যথেষ্ট। তুমি আমেনাকে নিয়ে ঘরের মধ্যেই থাকো। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। তোমাকেও পরে দরকার হবে। দরজা জানালা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকো।

[কলা নিয়ে বারান্দার পথে বেরিয়ে যাবে।]

আমেনা : ভাল শাস্তি হয়েছে। চুপ করে বসে থাকো।

আশরাফ : এ শাস্তি হতে যাবে কেন ? এ ত পুরস্কার।

আমেনা : কথা। কেবল কথা আর কথা। ওকি চুপ করে বসে থাকতে হবে বলে কি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে নাকি ?

আশরাফ : বলো আর কি বলবে ?

আমেনা : বেশ আমিই বলছি। দু'দিন পরে আমার পরীক্ষা। বি. এ. পাস করার পর বাবা বোধহয় আর আমাকে পড়াবেন না।

আশরাফ : তাই নাকি ?

banglainternet.com

আমেনা : আর কিছু বলার নেই ?

আশরাফ : মানে, পাস যে করবেই তার ত কোন কথা নেই। না করলে নিশ্চয়ই তোমাকে আরও কিছুকাল কলেজে যাওয়া আসা করতে দেবেন।

আমেনা : সেই আশাতেই দিন গুনছ নাকি ?

[খুট করে দরজা খুলে বাবা আবার প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে বারান্দার দিকের জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে একটা দড়ির মাথা ধরে টানতে টানতে আশরাফের দিকে এগিয়ে আসে]

বাবা : তুমি দড়ির এই মাথা শক্ত করে ধরে রাখ।

আশরাফ : ফাঁস দিয়ে আটকাবেন না কি ? আমার এখনই মনে হচ্ছে বেশ বড় রকমের জমকালো খবর হবে।

বাবা : বাজে বোকো না। কোন কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ না পায়।

আশরাফ : আমাকে কি করতে হবে ?

বাবা : তুমি এই দড়ির মাথা চেপে ধরে বসে থাকো। আমেনার মা রান্না ঘরে লুচি বেলছে। বাঁদরটা কিছুই সন্দেহ করছে না। আমি কলাগুলো, দূর থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় গুদামের মধ্যে রেখে এসেছি। এই দড়ির অন্য মাথা গুদামের দরজার কব্জীতে আটকানো রয়েছে। এক হ্যাঁচকা টানে ঝপাং করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আশরাফ : কিন্তু কখন টানব ? এ ঘর থেকে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

বাবা : বারান্দার অন্য কোণায় বসে আমি খবরের কাগজ পড়তে থাকবো। দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে স্পষ্ট

দেখা যাবে। ইশারা করতেই তুমি দড়ি ধরে জোরে টান দেবে।

আশরাফ : ঠিক আছে। আপনি যান। কোনো চিন্তা নেই।

[বাবা বেরিয়ে যায়। আশরাফ দরজার ফাঁকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে দু'হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে বসে থাকে।]

আমেনা : এখন বোধহয় তোমাকে কোন কথা বলা বৃথা। অথচ আজ আমি সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম, বলব—শুনব।

আশরাফ : সংকল্প আমারও ছিল। আজকের জন্যই। মাঝখান থেকে এই বাঁদরটা এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

আমেনা : তবু বলো। বলো। থেমে গেলে কেন ? যা মনে করে এসেছিলে পরিষ্কার করে বলো। সবটা বলো। সবাইকে শুনিয়ে বলো।

আশরাফ : দোহাই তোমার, আমার মনোযোগ নষ্ট করো না। এখন একটু চুপ করে থাকো। পরে। পরে বলবো। পরে !

আমেনা : পরে, পরে, পরে। আর কতকাল পরে বলবে ? স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি ? একাদশ শেষ হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণী পার হয়েছি। প্রথমবর্ষ বি-এ শেষ হয়েছে, শেষ বর্ষও সমাপ্ত হলো বলে। আর কতকাল, কতকাল পরে বলবে ?

[বারান্দার ইশারা পাবামাত্র আশরাফ প্রবল জোরে দড়ি টানে। মুখে দিয়ে একটা উত্তেজনাসূচক শব্দ বার হয়। বাইরে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, কিছু থালা ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে পড়ে ভাঙ্গে, বাবার হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনি শোনা যায়। কেবল আমেনাই নীরব ও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বাবা প্রবেশ করে]

বাবা : কেল্লা ফতে। দড়ি খুব টেনেছ। বাছাধন ঘরে ঢুকে

banglainternet.com

কেবল কলার কাদিতে হাত রেখেছে, অমনি চোখের পলকে পেছনের পাল্লা দু'টো আটকে গেল।

[আম্মার প্রবেশ, মাতাসহ]

মা : এবার সবাই একটু শান্ত হয়ে বোসো। নাস্তা খাও। তোমাকেও আর ওই দড়িটা ধরে বসে থাকতে হবে না। আমি আসবার সময় গুদামের দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।

বাবা : বাঃ বাঃ। তোমার যেমনি সাহস তেমনি বুদ্ধি। আমি বারবারই স্বীকার করে এসেছি। তা বাঁদরটা কি করছে দেখলে।

মা : কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। পুটলিটা পাশে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কলা গিলছে। খাও। তোমরাও শুরু করো। খাও।

[বাবা তবু একবার আহ্লাদিত চিত্তে দড়ির প্রান্ত নাড়া-চাড়া করে। সবাই খেতে আরম্ভ করে। সিঁড়ির দরজায় টোকা পড়ে।]

বাবা : কে ?—কে ?

নেপথ্যে : দরজাটা খুলুন বলছি।

[আশরাফ খুললে ঘরে ঢুকবে পুলিশ অফিসার]

পুলিশ : মাফ করবেন, বাড়ীর ভেতরে না ঢুকে উপায় ছিল না। বাঁদরের কেসটা আমার কাঁধে পড়েছে। আপনারা বোধহয় জানেন যে দুপুর বেলা একটা বাঁদর কয়েক হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।

বাবা : তাই নাকি ?

পুলিশ : আপনি না জানলেও আশরাফ সাহেব জানবেন না এ কথা বিশ্বাস্য নয়।

মা : ভাল করে বসুন। এক পেয়ালা চা খান।

অফিসার : অনেক ধন্যবাদ। খবর পেলাম বাঁদরটা নাকি এই পাড়াতেই ঢুকেছে।

বাবা : আপনি কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

অফিসার : সে জন্য আমি খুব দুঃখিত। তবে সব বাড়ীর ভেতরে খানাতল্লাসী চালাবার অনুমতি আমি নিয়ে এসেছি।

বাবা : সে রকম অনুমতি সংগ্রহ করার কারণ ?

অফিসার : মানে, এ কেসটার সেটাও একটা স্বতন্ত্র এ্যাংগেল। ধরুন এমনও ত হতে পারে যে বাঁদরটা আসলে কারও পোষা বাঁদর। বেশ শিক্ষিত। সারা দুনিয়া চরে বেড়ায় বটে কিন্তু রোজই একবার করে ডেরায় ফিরে আসে।

[আশরাফ হেসে উঠে।]

ও কি আপনি হেসে উঠলেন যে ?

আশরাফ : না না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি হেসেছি অন্য কারণে। আপনার সিদ্ধান্ত যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ্য সে কথা মনে পড়ে যাওয়াতে খুশী হয়ে উঠেছিলাম।

আমেনা : তোমার রসিকতা এখন এখানে খুবই বেমানান।

অফিসার : এই দড়িটা কিসের ?

বাবা : এঁ্যা ! দড়ি ?

অফিসার : হ্যাঁ। এই দড়িটা।

বাবা : ওহ্ ? দড়ি ? ওটা মানে আমাদের একটা পোষা বঁ—গোঁ—গরু আছে তার গলার দড়ি।

[বারান্দার দরজায় টোকা পড়ে।]

কে ? ওখানে কে ? এঁ্যা—বেরিয়ে পড়েছে নাকি ? কে ?

banglainternet.com

[দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দমকল বাহিনীর একজন অফিসার]

দমকল : মাফ করবেন, আগে অনুমতি নিতে পারিনি বলে খুব দুঃখিত।

বাবা : আপনি কোথ্থেকে এলেন ? কি করে এলেন ?

দমকল : মই লাগিয়ে ছাদের ওপর চড়ে ছিলাম, তারপড় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি।

পুলিশ : মই দিয়ে একেবারে ছাদের ওপর পর্যন্ত ওঠা যায় না কি ? বেশ বাহাদুরী আছে বলতে হবে ? তা কিছু দেখলেন ?

দমকল : কার্ণিশ থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল মনে হয়। হয়ত কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

অফিসার : ভাঁড়ার ঘর, গুদাম এগুলো দেখেছেন ?

দমকল : একটা ঘরে বাইরে থেকে তালা দেয়া।

মা : আমি দিয়েছি। ওটা আমাদের গুদাম। একটা বাঁদর কলা খেতে ঢুকেছিল। দরজা আটকে তালা দিয়ে রেখেছি। এই বাঁদরটাকেই খুঁজছেন কি না গিয়ে দেখে আসুন।

[বারান্দার জানালায় আরও দুজন ফায়ারব্রিগেড কর্মীর মুখ দেখা যাবে।]

কর্মী : (১) ধরা পড়েছে স্যার। ঐ বাঁদরটাই। গুদামের মধ্যে।

কর্মী : (২) নোটের বাণ্ডিলটা খুলে ফেলেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খামচা-খামচি করছে। ছিঁড়ে ফেটে সব নষ্ট না হয়ে যায়।

অফিসার : [হাতে পিস্তল বার করে নেয়।]

কী সাংঘাতিক কথা ! আর সময় নষ্ট করা যায় না।

মা : থাক, বাঁদরের ওপর আর অত বাহাদুরী দেখাতে হবে না। এই ধরুন দরজার চাবি। ফায়ারব্রিগেডের লোকের কাছে নিশ্চয়ই জাল আছে। ওরা ধরে দেবে।

দমকল : উনি ঠিকই বলেছেন। কোনও অসুবিধা হবে না। আপনি আসুন।

অফিসার : আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। দরজা জানালা বন্ধ করে বসুন। আমারও আর দেরী করব না। শেষে বেশী ভীড় জমে যাবে। কাজ শেষ হলে আমিও ওদের সংগে মই দিয়ে নেমে যাব। দর্শকদের জন্য বেশ ড্রামাটিক হবে। চাই কি আশরাফ সাহেব বলে দিলে কাগজে ছবি পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে পারে। থ্যাংকস। গুড বাই।

[ফায়ারব্রিগেড ও পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যায়]

বাবা : ওরা খুঁজে বার করত, করত ! সব কথা তুমি বলে দিতে গেলে কেন ?

মা : হ্যাঁ, আমরা চুপ করে থাকি আর ওরা ঘরের ভেতর থেকে টাকা সহ বাঁদর বার করে বলুক যে সবই আমাদের বাঁদরের কারসাজি। আমাদের ইশারায় করেছে।

আশরাফ : খালাম্মা ঠিকই বলেছেন। তার ওপর আবার দেখে গেছে যে আমরা দড়ি ধরে বসে আছি।

শামেনা : থাক তোমাকে আর কথা বলতে হবে না। বসে রয়েছ কেন ? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই কর গে। বেরিয়ে যাও। নীচে গিয়ে দাঁড়াও। সবটা ঘটনা ভাল করে দেখ।

banglainternet.com

না দেখলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখবে কি করে।

আশরাফ : যাচ্ছি। তবে যাবার আগে কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই।

আমেনা : আমার মাথা ধরেছে। আমি ভেতরে গিয়ে একটু শোব মা।

মা : এই গোলমালের মধ্যে শুয়ে কোনো লাভ আছে না কি? সবাই চলে যাক তারপর দেখা যাবে। এখন এইখানেই বোস।

আশরাফ : ও না শুনতে চায় না শুনুক। আপনি আর খালুজান শুনলেও চলবে। বিশেষ করে আপনাদেরকে বলব বলেই আজ আমি ঠিক করে এসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রোজই প্রায় ঠিক করে আসি যে, আজই বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আমার কৈশোর থেকে অতি-চেনা এই পরিবেশে, আপনাকে, খালুজানকে একটা প্রস্তাবের কথায় টেনে নিয়ে আসার সাহসই হোতো না। কেমন যেন নাটুকে এবং অস্বাভাবিক মনে হোতো। কিন্তু আজকের এই সম্পূর্ণ এক অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে পড়ে আমার প্রস্তাবের সংকোচ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেংগে-চুরে গেছে। মনে হচ্ছে, বললে এখনই বলা সংগত।

মা : ওগো শুনছো। আশরাফ তোমাকে কিছু বলতে চাইছে।

বাবা : বাঁদরটাকে বোধ হয় এতক্ষণে জালবন্দী করে ফেলেছে।

মা : আশরাফ কি বলতে চাইছে শোন।

বাবা : কে? আশরাফ?

আমেনা : মা, আমি সবার জন্য আরেকবার চা করে নিয়ে আসি?

আশরাফ : আমি কিছু কথা বলতে চাইছিলাম। স্পষ্ট করে বলতে চাইছি।

বাবা : থাক। আজ থাক। আজ মনটা ঠিক নেই। আরেক দিন। আরেক দিন শুনব!

আমেনা : বাবা!

মা : তা বাবা আশরাফ তোমার অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। আজ না হয় কাল যখন খুশি বোলো। বলা না বলায় কি এসে যায়। তোমাকে কি আমরা চিনি না।

আশরাফ : খালাম্মা দোয়া করবেন। আপনাদের স্নেহ, ভালবাসা থেকে যেন কোন দিন বঞ্চিত না হই।—ওই যে, বোধ হয় বাঁদরসহ মই বেয়ে নামছে। আমি আসি। আমেনা কালকে আবার আসব। তখন কথা হবে। চলি।

[ছুটে বেরিয়ে যায়। বাবা জানালায় মুখ রাখে। আমেনা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। মা চায়ের জিনিস গুছিয়ে রাখে]।

---

banglainternet.com

for more books of Munier Chowdhury, visit www.banglainternet.com